গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
টিবি গেইট, মহাখালী, ঢাকা।

নং-স্বাঃ অধিঃ/প্রশাসন/সার্কুলার/২০১৮/ ৪৬৫৭ তারিখঃ ২৪/১২/২০২০ ইং

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের ০৩.০০.২৬৯০.০৭০.০৬.০১.১৯-১৯০ নম্বর পত্রের সংযুক্তিসহ (করোনা ভ্যাকসিন ব্যবহার পরিকল্পনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী) ছায়ালিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরন করা হলো ঃ

১. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। দৃঃ আঃ সহকারী পরিচালক (সমন্বয়)।
২. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩. পরিচালক.....(সকল), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪. পরিচালক(নিপসম/আইপিএইচ/আইপিএইচএন/আইইডিসিআর/সিএমই/জাতীয় বক্ষব্যধি ইনঃ ও হাসপাতাল/জাতীয় ক্যান্সার গবেষনা ইনঃ ও হাসপাতাল/শেখ রাসেল গাষ্টোলিভার ইনঃ ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা/জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল/জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান/ ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স ও হাসপাতাল /জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা/জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল/জাতীয় বাতজ্বর ও হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র/জাতীয় কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি/ন্যালনাল ইনষ্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা/ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ইএনটি, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫. লাইন ডাইরেক্টর, সিবিএইচসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৬. পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ----------(সকল)।
৭. পরিচালক, ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট কুর্মিটোলা/মুগদা জেনারেল হাসপাতাল/ ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল, মিরপুর-১৪, ঢাকা/পরিচালক, পাবনা মানসিক হাসপাতাল, পাবনা।
৮. পরিচালক (স্বাস্থ্য) ----------(সকল)।
৯. অধ্যক্ষ কাম-অধীক্ষক, সরকারী হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রী কলেজ ও হাসপাতাল, মিরপুর-১৪, ঢাকা / সরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ডিগ্রী কলেজ ও হাসপাতাল, মিরপুর-১৩, ঢাকা/সরকারী তিব্বিয়া কলেজ, সিলেট।
১০. তত্ত্বাবধায়ক/চিকিৎসা তত্ত্বাবধায়ক/৩০০ শয্যা/২৫০ শয্যা/১৫০ শয্যা/১০০শয্যা/বক্ষব্যাধিহাসপাতাল.(সকল)
১১. সহকারি পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। ওয়েব সাইটে প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১২. সিভিল সার্জন/সিভিল সার্জন কাম- তত্ত্বাবধাবয়ক----------(সকল)।
১৩. তত্বাবধায়ক, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা।
১৪. প্রধান গ্রন্থাগারিক, জাতীয় স্বাস্থ্য গ্রন্থাগার, মহাখালী, ঢাকা।
১৫. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ----------(সকল)।

24/12/2020
(ডাঃ শেখ মোহাম্মদ হাসান ইমাম)
পরিচালক (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

পরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর

AD (Admin-1)
Attn: Mr. Jahangir
Pl. Communicate to all concerned.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়**

পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

পত্র সংখ্যা ০৩.০০.২৬৯০.০৭০.০৬.০১.১৯- ২৭০

তারিখ ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৭
১০ ডিসেম্বর ২০২০

**বিষয়ঃ করোনা ভ্যাকসিন ব্যবহার পরিকল্পনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড.আহমদ কায়কাউস এঁর সভাপতিত্বে ২৬/১১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০৫ (পাঁচ) পাতা।

১০/১২/২০২০

(মুহম্মদ শাহীন ইমরান)
পরিচালক-৩
ফোন: ৫৫০২৯৪২৩
e-mail: dir3@pmo.gov.bd
pmodirector3@gmail.com

বিতরণ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
০৩। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
০৪। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার, ঢাকা।
০৯। মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর , সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১১। মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১২। পরিচালক, সিএমএসডি, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৩। পরিচালক, আইইডিসিআর, মহাখালী, ঢাকা।
১৪। সিভিল সার্জন, ঢাকা।

স্বাস্থ্য ও পঃ কঃ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সচিব এর দপ্তর
ডাঃ নং ... তাং ...
অতিঃ সচিব (প্রশাসন)
অতিঃ সচিব (উন্নয়ন)
অতিঃ সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য)
অতিঃ সচিব (হাসপাতাল)
অতিঃ সচিব (বাজেট)
অতিঃ সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট)
অতিঃ সচিব (নার্সিং ও মিডওয়াইফারী)
অতিঃ সচিব (ঔষধ প্রশাসন ও আইন)
যুগ্মসচিব
যুগ্মপ্রধান
একান্ত সচিব
সচিব

অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য)
ডাইরী নং
উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-১/২)
সিঃ/সহঃ সচিব (জনস্বাস্থ্য-১/২)
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
অতিরিক্ত সচিব

<u>অনুলিপিঃ</u>

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব/সচিবের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। মহাপরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

d:\2020\all ministry 2020\all munits letter-2020.docx

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

**বিষয়ঃ করোনা ভ্যাকসিন ব্যবহার পরিকল্পনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।**

| | |
|---|---|
| সভাপতি | : ড. আহমদ কায়কাউস<br>প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব |
| সভার স্থান | : করবী হল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় |
| সভার তারিখ | : ২৬ নভেম্বর ২০২০ |
| সময় | : বিকাল ০৪.০০ টা |
| উপস্থিতি | : পরিশিষ্ট- 'ক' |

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী উপস্থিত হওয়ায় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সভাপতি বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ইতোমধ্যে কয়েকটি ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে এবং অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এর মধ্যে একটি হলো অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং অ্যাস্ট্রাজেনেকা কোম্পানীর যৌথ উদ্যোগে তৈরি ভ্যাকসিন। এ ভ্যাকসিনটি বাংলাদেশে সরবরাহ করবে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ভ্যাকসিনটি উৎপাদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউটের সাথে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির আওতায় বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস বাংলাদেশ সরকারকে ০৩ (তিন) কোটি ডোজ ভ্যাকসিন সরবরাহ করবে। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনা, ভ্যাকসিন দেয়া, অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতকরণ, ভ্যাকসিন এর সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ব্যবস্থাপনা এবং Medical waste disposal সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা তৈরির উদ্দেশ্যে সভায় উপস্থিত সকলকে মতামত প্রদান করার জন্য সভাপতি অনুরোধ করেন।

০১। বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, মর্ডানা, ফাইজার, সাইনোভেক, স্পুটনিক-৫ এবং অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিনগুলোর মধ্যে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিন এর দাম তুলনামূলকভাবে কম এবং এর সংরক্ষণ সুবিধা বাংলাদেশে বিদ্যমান থাকায় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে বেক্সিমকো ও বাংলাদেশ সরকার চুক্তিটি স্বাক্ষর করে। মর্ডানার ভ্যাকসিন -20°c তাপমাত্রায় সংরক্ষণযোগ্য, সম্ভাব্য দাম $25-$30 per dose, ফাইজার এর ভ্যাকসিন -70°c তাপমাত্রায় সংরক্ষণযোগ্য, সম্ভাব্য দাম $19.5 per dose পক্ষান্তরে অক্সফোর্ড- অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিনের দাম $4 per dose মাত্র এবং 2°- 8°c তাপমাত্রায় সংরক্ষণযোগ্য। চুক্তি অনুযায়ী প্রতি মাসে ৫০ লক্ষ ডোজ ভ্যাকসিন সরবরাহ করা হবে। তিনি বলেন, অক্সফোর্ড- অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিনটি একটি ৫ এমএল এর vial। প্রতি ডোজে .৫ এমএল করে দিতে হবে অর্থাৎ একটা vial এ মোট ১০ টি ডোজ থাকবে। ১ম ডোজ নেওয়ার ২৮ দিন পর দ্বিতীয় ডোজ দিতে হবে।

সিরাম ইনস্টিটিউট, পুনে থেকে দিল্লী এয়ারপোর্ট হয়ে ভ্যাকসিনটি হযরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরে আসবে। বিমান বন্দর থেকে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস এর ওয়্যারহাউজে রাখা হবে। বাংলাদেশে পৌছানোর ০২ সপ্তাহের মধ্যে ভ্যাকসিনগুলো সরকারের নির্দিষ্ট ওয়্যারহাউসগুলোতে পৌছাতে হবে। কারণ ভ্যাকসিনের কার্টুন এর ভিতর temperature monitoring device টি তে ২০ দিনের cold chain এর রেকর্ড সংরক্ষণ থাকবে। সরকার ভ্যাকসিনগুলো বুঝে নেওয়ার পর এর cold chain ব্যাহত হলে বেক্সিমকো এর কোন দায়-দায়িত্ব নেবে না বলে তিনি জানান। তিনি ভ্যাকসিনটি নির্ধারিত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ, ভ্যাকসিন প্রদানে ডাটা-বেইজ তৈরি, waste disposal ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রদান করে। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, বিশ্বের যে ১৭ টি দেশ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভ্যাকসিন পাচ্ছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

অ: পৃ: দ্র:

০২। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কার্যক্রম প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্যাদি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষে ডাঃ মোঃ শামসুল হক, লাইন ডিরেক্টর (এম, এন ,সি, এ, এইচ) সভায় উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশ দুটি উৎস হতে কোভিট-১৯ এর ভ্যাকসিন পাবে। বাংলাদেশ সরকার, সিরাম ইন্সটিটিউশন এবং বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস এর মধ্যে স্বাক্ষরিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী ০৩ (তিন) কোটি ডোজ এবং কোভ্যাক্স ফ্যাসিলিটি গ্যাভি হতে বাংলাদেশ মোট জনসংখ্যার ২০% জনগোষ্ঠীর জন্য ভ্যাকসিন পাবে। কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় নিয়োজিত স্বাস্থ্য কর্মীগণ, সম্মুখ সারির কর্মীগণ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠী, বয়োজ্যেষ্ঠ জনগোষ্ঠী, দীর্ঘমেয়াদী রোগে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠী, শিক্ষা কর্মী ও গণপরিবহন কর্মীরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভ্যাকসিন পাবে। সারাদেশে ১ লক্ষ ২০ হাজার টিকাদান কেন্দ্রের বিদ্যমান জনবল কাঠামো দিয়ে মাসে ৫০ লক্ষ লোককে টিকা দানের সক্ষমতা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আছে। টিকা পরবর্তী ঝুকি ব্যবস্থাপনা, cold chain monitoring, টিকা কার্ড প্রস্তুতকরণ ও রেকর্ড সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে বাংলাদেশের টিকাদান কর্মীরা পরিচিত মর্মে তিনি সভাকে জানান।

সভাপতি বিএমডিসি বলেন, গ্যাভি বিভিন্ন উৎস থেকে কভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন সংগ্রহ করবে। গ্যাভি থেকে প্রাপ্ত ভ্যাকসিন প্রদানের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি যাতে একই কোম্পানীর দুই ডোজ ভ্যাকসিন পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক (ডা.) মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা বলেন, ভ্যাকসিন প্রদানের সময় শৃংখলা বজায় রাখতে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা প্রয়োজন হবে। আমাদের দেশে Comorbidity যাদের আছে তাদের কোন তালিকা নেই। কাজেই কাদের Comorbidity আছে আর কাদের নেই সেটা শনাক্ত করা হবে বিরাট চ্যালেঞ্জ।

মহাপরিচালক, এনএসআই বলেন, প্রথম পর্যায়ে ভ্যাকসিন প্রাপ্ত ২৫ লক্ষ লোকের তালিকা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তৈরি করতে হবে। টিকা প্রদানের আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামাদি কেনার জন্য যথাসময়ে বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলেন, তালিকায় অর্ন্তভুক্তদের নিয়ে একটি ডাটা-বেইজ তৈরি করতে হবে। যারা ভ্যাকসিন পাবে তাদেরকে কবে, কোন্ সেন্টারে ভ্যাকসিন দেয়া হবে তা মোবাইল ম্যাসেজের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে হবে। ভ্যাকসিনটি পরিবহনে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে যাতে কোন্ জেলায় কখন ভ্যাকসিন যাবে তা আগে থেকেই সংশ্লিষ্ট সকলে অবগত থাকে। waste disposal এর জন্য একটি গাইডলাইন তৈরি করতে হবে এবং গুজব প্রতিরোধে মনিটরিং ও প্রতিদিন ব্রিফিং এর আয়োজন করতে হবে।

মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ বলেন, অঞ্চলভিত্তিক আক্রান্তের হার বিবেচনায় নিয়ে ভ্যাকসিন বিতরণ করা হলে তা অনেক বেশী কার্যকর হবে। ডাটাবেইজ তৈরির ক্ষেত্রে NID এর ডাটা-বেইজ ব্যবহার করা যেতে পারে। সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাড়াতে হবে। প্রথমে কারা ভ্যাকসিন পাচ্ছে, কেন পাচ্ছে ইত্যাদি তথ্যাদি জনগণকে অবহিত করতে হবে।

সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বলেন, কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সংক্রান্ত পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রয়েছে। তিনি বেক্সিমকোর ওয়্যারহাউজ থেকে ৬৪ টি জেলা শহরে ভ্যাকসিনটি পৌছিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক) বলেন, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস থেকে ভ্যাকসিনটি গ্রহণ করার সময় temperature monitoring device এ রেকর্ডকৃত তাপমাত্রা পরীক্ষা করে নিতে হবে। জেলা থেকে উপজেলায় ভ্যাকসিনটি স্থানান্তরের সময় Coolling Box গুলো ঠিকমত কাজ করছে কিনা এ বিষয়ে মনিটরিং জোরদার করতে হবে।

অ: পৃ: দ্র:

মাননীয় মন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বলেন, বিগত দুই মাস যাবত কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনা নিয়ে মন্ত্রণালয় কাজ করছে। টিকাদান কর্মীরা এ কাজে দক্ষ ও পারদর্শী উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের সকল মানুষ পর্যায়ক্রমে এ ভ্যাকসিন পাবে। সফলতার সাথে এ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

(১) কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় নিয়োজিত স্বাস্থ্য কর্মীগণ, সম্মুখ সারির কর্মীগণ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠী, বয়োজ্যেষ্ঠ জনগোষ্ঠী, দীর্ঘমেয়াদী রোগে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভ্যাকসিন পাবে।

(২) আইসিটি বিভাগের সহায়তায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যারা টিকা পাবে তাদের সকলের ডাটাবেইজ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রণয়ন করতে হবে। ডাটাবেইজটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে মনিটরিং করা হবে;

(৩) তালিকায় অর্ন্তভুক্ত ব্যক্তিরা কবে কোন্ সেন্টারে গিয়ে টিকা দিবে তা মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে আগেই জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৪) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যারা টিকা পাবে তাদের তালিকা প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ, টিকা দান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা এবং গুজব প্রতিরোধকল্পে নিম্নোক্তভাবে জাতীয়, সিটি কর্পোরেশন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হলো:

ক. জাতীয় কমিটি:

| | | |
|---|---|---|
| (১) | প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব | - সভাপতি |
| (২) | মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক) | - সদস্য |
| (৩) | সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ | - সদস্য |
| (৪) | সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ | - সদস্য |
| (৫) | সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ | - সদস্য |
| (৬) | প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ | - সদস্য |
| (৭) | সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় | - সদস্য |
| (৮) | সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | - সদস্য |
| (৯) | সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় | - সদস |
| (১০) | সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ | - সদস্য |
| (১১) | মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ | - সদস্য |
| (১২) | মহাপরিচালক, এনএসআই | - সদস্য |
| (১৩) | মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর | - সদস্য |
| (১৪) | মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর | - সদস্য |
| (১৫) | সভাপতি, করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত জাতীয় টেকনিক্যাল পরামর্শক কমিটি | - সদস্য |
| (১৬) | পরিচালক, আইইডিসিআর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর | - সদস্য |
| (১৭) | লাইন ডিরেক্টর, এম, এন, সি, এ, এইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর | - সদস্য |
| (১৮) | সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ | - সদস্য সচিব |

খ. সিটি কর্পোরেশন এলাকার কমিটি :

| | | |
|---|---|---|
| (১) | মাননীয় মেয়র সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন | - সভাপতি |
| (২) | বিভাগীয় কমিশনার | - সদস্য |
| (৩) | পুলিশ কমিশনার | - সদস্য |
| (৪) | বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) | - সদস্য |
| (৫) | প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন | - সদস্য |
| (৬) | পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা | - সদস্য |
| (৭) | পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় | - সদস্য |
| (৮) | পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা | - সদস্য |
| (৯) | বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা | - সদস্য |
| (১০) | জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের জেলা) | - সদস্য |
| (১১) | সিভিল সার্জন (সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের জেলা) | - সদস্য |
| (১২) | স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে কাজ করে এমন ০২টি এনজিও'র প্রতিনিধি ( মাননীয় মেয়র কর্তৃক মনোনীত) | - সদস্য |
| (১৩) | প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন | - সদস্য সচিব |

গ. জেলা কমিটি:

| | | |
|---|---|---|
| (১) | সদর আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য | - উপদেষ্টা |
| (২) | জেলা প্রশাসক | - সভাপতি |
| (৩) | পুলিশ সুপার | -সদস্য |
| (৪) | পরিচালক/ তত্ত্বাবধায়ক, (মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/ সদর হাসপাতাল) | -সদস্য |
| (৫) | মেয়র, সদর পৌরসভা | - সদস্য |
| (৬) | উপ-পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) | - সদস্য |
| (৭) | জেলা কমান্ড্যান্ট (আনসার ও ভিডিপি) | - সদস্য |
| (৮) | জেলা শিক্ষা অফিসার | - সদস্য |
| (৯) | জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার | - সদস্য |
| (১০) | জেলা তথ্য অফিসার | - সদস্য |
| (১১) | ০২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) | - সদস্য |
| (১২) | প্রোগ্রামার, আইসিটি অধিদপ্তর | - সদস্য |
| (১৩) | স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে কাজ করে এমন ০২টি এনজিও'র প্রতিনিধি ( জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) | - সদস্য |
| (১৪) | সিভিল সার্জন | - সদস্য সচিব |

ঘ. উপজেলা কমিটি:

| | | |
|---|---|---|
| (১) | উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান | - উপদেষ্টা |
| (২) | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | -সভাপতি |
| (৩) | সহকারী কমিশনার (ভূমি) | - সদস্য |
| (৪) | থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - সদস্য |

| | | |
|---|---|---|
| (৫) | মেয়র পৌরসভা | - সদস্য |
| (৬) | উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা | - সদস্য |
| (৭) | উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার | - সদস্য |
| (৮) | উপজেলা শিক্ষা অফিসার | - সদস্য |
| (৯) | উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা | - সদস্য |
| (১০) | উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা | - সদস্য |
| (১১) | সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি অধিদপ্তর | - সদস্য |
| (১২) | ০২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) | - সদস্য |
| (১৩) | স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে কাজ করে এমন ০২টি এনজিও'র প্রতিনিধি ( উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) | - সচিব |
| (১৪) | উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা | - সদস্য সচিব |

(৫) টিকাদান পরবর্তী বিরূপ প্রতিক্রিয়া মনিটরিং এর জন্য একটি প্রটোকল তৈরি করতে হবে;

(৬) টিকাদান কর্মীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৭) বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস ৬৪ টি জেলা শহরে ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ভ্যাকসিনটি পরিবহনে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে যাতে কোন্ জেলায় কখন ভ্যাকসিন যাবে তা আগে থেকেই সংশ্লিষ্ট সকলে অবগত থাকে;

(৮) সরকারি ওয়্যারহাউজ থেকে টিকা প্রদান কেন্দ্র পর্যন্ত cold chain maintain করতে হবে;

(৯) প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি টিকা কার্ড প্রস্তুত করতে হবে। যাতে টিকার ব্যাচ নং, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ইত্যাদি তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে;

(১০) টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিরসনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও মনিটরিং এর জন্য একটি প্রটোকল তৈরি করতে হবে;

(১১) টিকা বিতরণে লিঙ্গ সমতা যথাসম্ভব নিশ্চিত করতে হবে;

(১২) Medical waste disposal এর জন্য একটি গাইড লাইন তৈরি করতে হবে;

(১৩) তালিকা প্রণয়নের সময় এলাকাভিত্তিক আক্রান্তের সংখ্যাকে বিবেচনায় নিতে হবে;

(১৪) টিকা সংরক্ষণ এবং টিকা প্রদানে আনুষাঙ্গিক সামগ্রী প্রকিউমেন্টরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(১৫) কারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকা পাচ্ছে, কেন পাচ্ছে এবং প্রত্যেকেই টিকা পাবে এ বিষয়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে হবে;

(১৬) টিকা প্রদানের দিনগুলোতে টিকা প্রদান কেন্দ্রসমূহে পর্যাপ্ত আইনশৃংখলা বাহিনী মোতায়েন করতে হবে এবং

(১৭) গুজব প্রতিরোধকল্পে এবং টিকা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং এর আয়োজন করতে হবে।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৫/৫/২১

(ড. আহমদ কায়কাউস)
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব